যুগান্তর

তারিখ ... 18 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

৪ কর্মচারী বরখাস্ত ৩ জনকে শোকজ মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তাদের লাঞ্ছনার ঘটনায় কর্মচারী ইউনিয়নের ৪ নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা হলেন— ইউনিয়নের সভাপতি হুমায়ুন কবির, সহ-সভাপতি মনজুর, নেতা মোকসেদ ও মহিউদ্দিন। তারা মন্মথরঞ্জন বাড়ৈকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় অভিযুক্ত। সেই সঙ্গে ঘটনার ইন্ধনদাতা হিসেবে ৩ জনকে শোকজ করা হয়েছে। তারা হলেন— সাধারণ সম্পাদক লোকমান মিয়া, সহ-সভাপতি জাহিদ হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ আবদুল হক। এদিকে কর্মচারী নিয়োগ ইস্যুতে বুধবারও চাপা উত্তেজনা ছিল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। তবে এদিন কোনো ধরনের অঘটন ঘটেনি। দিনভর বোর্ড অঙ্গনে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন ছিল। এরপরও কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বোর্ড অঙ্গনে অবস্থান নিয়েছিলেন। এমনকি তারা মিছিল করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে বোর্ডে সব ধরনের মিছিল-মিটিংয়ের ওপর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কর্মচারীদের বিচারের দাবিতে কর্মকর্তারা সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করেন।

জানতে চাইলে বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'বুধবার বোর্ডের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। আমরা মিছিল-মিটিংয়ের ওপর অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নোটিশ করেছি। এছাড়া বোর্ডের পক্ষ থেকে জিডি করা হয়েছে। এতে কর্মচারীদের দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের কারণে বোর্ডের সরকারি মালামাল ও মানুষের জীবনের ক্ষতি হতে পারে বলে আশংকার কথা জানানো হয়েছে।' ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৪৯ জন কর্মচারী নিয়োগের ইস্যুতে কয়েক মাস ধরে বোর্ডে উত্তেজনা চলছিল। এরই জেরে মঙ্গলবার কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বোর্ডে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর সাবেক এপিএস মন্মথরঞ্জন বাড়ৈসহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে। এছাড়া তারা বোর্ডের সচিব-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে। দায়ী কর্মচারীদের বিচার দাবিতে বুধবার কর্মকর্তারা সকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করেন। অভিযোগ রয়েছে, চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক গোড়া থেকেই রহস্যজনক ভূমিকা পালন করছিলেন। বুধবার অবশ্য তিনি কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে ৪ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, বরখাস্তকৃতদের চাকরির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তির উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। শোকজের সন্তোষজনক জবাব না পেলে বাকি ৩ জনকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হবে।